কুষ্টিয়ায় নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন পাবনা

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ডাঙ্গাপাড়া মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় পাবনা ৩-১ গোলে রাজবাড়ী জেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

খেলায় ১০ হাজারেরও বেশি দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন। জেলা ভিত্তিক এই প্রথম বঙ্গবন্ধু নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। খেলায় দেশের নামীদামী খেলোয়াড়ের পাশাপাশি বিদেশী খেলোয়াড়ও অংশ নেয়। তবে প্রত্যান্ত অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে লাইট জ্বালিয়ে এ খেলা এলাকার ফুটবল দর্শকদের উদ্বেলিত করে তুলেছে।

পরে খেলা শেষে পুরস্কার তুলে দেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম।

এসময় মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা, পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আণোয়ারুজ্জামান বিশ্বাস মজনু, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম সবেদ, ডাঙ্গাপাড়া যুব সমাজের প্রধান আনিচুর রহমান জোয়ার্দ্দারসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজক কমিটির সদস্য মেহেদী হাসান বলেন, ফুটবল বাঙলীদের প্রিয় খেলা। এ খেলা দেখতে দর্শকরা মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাই এবারই প্রথম আমরা আমাদের যুব সম্প্রদায় ব্যাতিক্রমভাবে এ খেলার আয়োজন করেছি।

বিভিন্ন জেলার সমন্বয়ে আমরা জেলা পর্যায়ের খেলা এই প্রত্যান্ত অঞ্চলে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। তবে ফাইনাল খেলায় যে পরিমান দর্শক এসেছে তা সত্যি অবাক করার মতো বিষয়। শীতের সময় রাতের বেলা দুরদুরান্ত থেকে এসেছে ফুটবল খেলা দেখার জন্য।

উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টে ঝিনাইদহের জয়

ঝিনাইদহ সদরের সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে কালিগঞ্জ হেলাই একাদশের বিপক্ষে পেনাল্টিতে জয় পেয়েছে ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ।

আজকের খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশের গোলকিপার মোঃ সোহান।

খেলায় প্রথমার্ধে একটি গোল করে এগিয়ে যায় কালিগঞ্জ হেলাই একাদশ, পরবর্তীতে দ্বিতীয়ার্ধে দেয়া অতিরিক্ত তিন মিনিটে একটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ। পরবর্তীতে পেনাল্টি অনুষ্ঠিত হলে ৪-২ গোলের ব্যবধানে জয় পায় ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ।

খেলা শেষে সেরা খেলোয়াড়-এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন আল মামুন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ, ত্রিমোহনী মিল মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আরশাদ আলী।

খেলাটির আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে উত্তর নারায়ণপুর লায়ন্স ক্লাব।

এলপিএলে আফ্রিদির ব্যাটিং

তাণ্ডব

শ্রীলঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) রীতিমতো ব্যাটিং তাণ্ডব চালিয়েছেন শহীদ আফ্রিদি। গল গ্ল্যাডিয়েটর্সের ব্যাটিং বিপর্যয়ের দিনে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন তিনি।

এ তারকা অলরাউন্ডারের ব্যাটিং ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়েছে জাফনা স্ট্যালিয়নসের বোলিং লাইনআপ। একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়ে মাত্র ২৩ বলে খেলেছেন ৫৮ রানের ইনিংস।

শুক্রবার হাম্বানটোটার মাহিন্দ্র রাজাপাকশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এলপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে জাফনা স্ট্যালিয়নসের বিপক্ষে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শহীদ আফ্রিদি।

ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩ ওভারে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৯২ রান করেছিল গল। পরের ওভারের প্রথম বলেই সাজঘরে ফেরেন ভানুকা রাজাপাকশে, উইকেটে আসেন আফ্রিদি।

ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে আফ্রিদি আউট হওয়ার সময় গলের সংগ্রহ ১৫৫ রান। তিনি উইকেটে আসার পর ২৯ বল থেকে ৬৩ রান করে গল। যেখানে আফ্রিদির একার অবদানই ২৩ বলে ৫৮ রান।

বিনুরা ফার্নান্দোর করা ১৬তম ওভারে মোট তিনটি চার মারেন তিনি। এরপর কাইল অ্যাবটের করা ১৭তম ওভারে ডিপ মিডউইকেট ও ফাইন লেগ দিয়ে মারেন জোড়া ছক্কা।

মূল তাণ্ডবটা চালান আরেক দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার ডুয়াইন অলিভারের করা ১৮তম ওভারে। এই ওভারে প্রথম তিন বলে তিন ছক্কা হাঁকালে মাত্র ২০ বলে পঞ্চাশ পূরণ হয় আফ্রিদির।

পরে পঞ্চম বলে এক্সট্রা কভার দিয়ে হাঁকান নিজের ষষ্ঠ ছক্কা। তবে শেষ বলে তাকে উইকেটের পেছনে ক্যাচ বানিয়ে সাইক্লোনটি থামিয়ে দেন অলিভার।

আফ্রিদির এই ৫৮ রানের ঝড়ের সুবাদে গলের দলীয় সংগ্রহ গিয়ে পৌঁছায় ৮ উইকেটে ১৭৫ রানে। পরে দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের প্রদর্শনী করে নিজের ৪ ওভারে মাত্র ২০ রান খরচ করেন আফ্রিদি।

তবে আফ্রিদির ব্যাটিং তাণ্ডবের দিনে ম্যাচটি জিততে পারেনি গল।

খুব সহজেই ১৭৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৮ উইকেটের বড় জয় পেয়েছে জাফনা।

ম্যারাডোনার সম্পদ পেতে পারেন যারা

পুরো বিশ্বকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তি দিয়াগো ম্যারাডোনা। বুধবার আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা।

কিন্তু প্রিয় তারকার হঠাৎ চলে যাওয়া মানতে পারছেন না তার ভক্ত-সমর্থকরা। আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তির শেষ যাত্রায় করোনাভীতি উপেক্ষা করেই নেমেছিল মানুষের ঢল।

পুলিশ দিয়েও এই ঢল ধরে রাখা যায়নি। বরং দফায় দফায় ম্যারাডোনার ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। প্রাণের প্রিয় তারকাকে শেষবারের মতো দেখতে গিয়ে আবেগে যে কিছুতেই বাধ দিতে পারছিলেন না তারা।

তবে ম্যারাডোনার রেখে যাওয়ায় সম্পদের উত্তরাধিকারী কে হবেন? ম্যারাডোনা তার উত্তরসূরী নির্বাচন করে গেছেন কি না, সেটি এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেরই সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। সে হিসেবে কারা হতে পারেন তার সম্পদের উত্তরাধিকারী, সেটি জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ক্লদিয়া ভিয়াফেইন

ম্যারাডোনার ১৬ বছর বয়স থেকে ক্লদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তার। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন তার স্ত্রী। ক্লদিয়া হচ্ছেন ম্যারাডোনার উত্থান-পতনের সাক্ষী, যিনি তাকে বিশ্বকাপ জিততে দেখেছেন। তবে দুজনের সম্পর্কটা বেশ বাজেভাবেই শেষ হয়।

ডালমা ও জিয়ানিনা

ডালমা ও জিয়ানিনা হলেন ম্যারাডোনা ও ক্লদিয়া সন্তান। মা-বাবার সম্পর্কের বাজে পরিণতির ছাপ পড়ে তাদের জীবনেও। তবে ম্যারাডোনা তার এই দুই সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।

ডালমা ও জিয়ানিনা ছাড়াও ম্যারাডোনার আরো ৩ সন্তান আছে। তারা হলেন হানা, দিয়েগো জুনিয়র ও দিয়েগো ফার্নান্দো। তবে এই তিন সন্তানের মায়েদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না ম্যারাডোনার।

ম্যারাডোনার বান্ধবীরা

শেষ সন্তানের মা ভেরোনিকা ওজেদার সঙ্গে অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পর্ক ছিল ম্যারাডোনার। এর আগে রোচিও ওলিভা নামে তার আরেকজন বান্ধবী ছিল। ওলিভার সঙ্গে দুবাই, বুয়েন্স আয়ার্স ও মেক্সিকোতে বেশ সুসময় কাটিয়েছেন ম্যারাডোনা। তবে এই জুটির কোলে কোনো সন্তান আসেনি।

মাতিয়াস মোরলা

তিনি ছিলেন ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত সহকারী। মৃত্যুর পর মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তবে দিয়েগো তাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন এবং তিনি ছিলেন ম্যারাডোনার শেষ সময়ের অন্যতম সাক্ষী।

লিওপোলদো লুকু

ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। অপারেশন রুমে থাকলেও শেষ মুহূর্তে লুকু তাকে অপারেট করতে পারেননি। ম্যারাডোনার সবশেষ জীবন্ত ছবিটা পোস্ট করেছেন তিনি এবং বেশ বিতর্কিতও হয়েছেন।

ম্যাক্সি

ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত সহকারী মোরলার সৎ ভাই ছিলেন তিনি। বেশ দুঃসম্পর্কের মনে হলেও ম্যারাডোনার বেশ কাছেই ছিলেন তিনি। বিশেষ করে দিয়েগোর দুঃসময়ে সার্বক্ষণিক তার পাশে ছিলেন ম্যাক্সি। এমনকি মৃত্যুর দিনও ঘরে ছিলেন ম্যাক্সি।

এছাড়া জোনাথন এসপোসিতো নামে দিয়েগোর একজন ভাগনে আছেন। তিনিও হতে পারে ম্যারাডোনার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশীদার।

মৃত্যুর আগে ম্যারাডোনাকে চিকিৎসা না দিয়ে ১২ ঘণ্টা ফেলে রাখার অভিযোগ

ফুটবলের জাদুকর দিয়াগো ম্যারাডোনাকে মৃত্যুর আগে চিকিৎসা না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং তিনি যখন গুরুতর অসুস্থ তখন অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করে- এমন দাবি করেছেন কিংবদন্তির আইনজীবী ও বন্ধু।

ম্যারাডোনার আইনজীবী বন্ধু এ দাবি করেছেন বলে বৃহস্পতিবার সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল।

খবরে বলা হয়েছে, কিংবদন্তির আইনজীবী ও বন্ধু ম্যাটিস মোরলা অভিযোগ তুলেছেন, ম্যারাডোনার মৃত্যুর দিন (বুধবার) তাকে ১২ ঘণ্টা কোনো চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়নি এবং তিনি যখন অসুস্থ তখন তাকে নিতে আসা অ্যাম্বুলেন্স প্রায় ৩০ মিনিট দেরি করে। এর মাত্র দুই সপ্তাহ আগে তার ব্রেইনে সার্জারি করা হয়েছিল।

ম্যাটিস মোরলা এ ঘটনাকে ম্যারাডোনার ‘বোকামিমূলক অপরাধ’ হিসেবে উল্লেখ করে এর তদন্ত দাবি করেছেন।

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার ডিয়েগো ম্যারাডোনা বুধবার মারা যান। তার মৃত্যুর নানা আনুষ্ঠানিকতা চলছে। ইতোমধ্যে লাশের ময়নাতদন্তও সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় সময় ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। শেষকৃত্যের জন্য এখন প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ম্যারাডোনার মৃত্যু নিয়ে বুধবার যা জানানো হয়েছিল ময়নাতদন্তে সেটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে। জানা গেছে, তার হৃদ্রোগেই মৃত্যু হয়েছে এবং ঘুমের মধ্যেই তিনি মারা যান।

২০০০ সাল থেকেই নাকি হৃদ্রোগে ভুগছিলেন ম্যারাডোনা, আর গুরুতর রূপ নেওয়া এই শারীরিক সমস্যাই তার অন্তিম যাত্রার কারণ হলো।

আমঝুপি বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টে দামুড়হুদা সেমিফাইনালে

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি পাবলিক ক্লাব ও লাইব্রেরীর উদ্যোগে আমঝুপি মাঠে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ফুটবল টর্নামেন্টে দামুড়হুদা একাদশ ৩য় দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ৩য় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় দামুড়হুদা একাদশ ৪-০ গোলে রায়পুর শাপলা ক্লাবকে পরাজিত করে। খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে সায়েম, ইমরান, বিল্টু ও সুমন একটি করে গোল করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের সুমন ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। আমঝুপি পাবলিক ক্লাব ও লাইব্রেরীর ক্রীড়া সম্পাদক সোহেল রানা সবুজ ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এর পুরস্কার বিতরণ করেন।

এর আগে রেফারি আসিক দামুড়হুদা একাদশের কোচ সদুকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। দামুড়হুদার কোচ সদু অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে বারবার মাঠে প্রবেশ করায় রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখান।

প্রিয় বন্ধু ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুর দিনেই বিদায় নিলেন

ম্যারাডোনা!

অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ও আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনার মধ্যে সম্পর্কটা ছিল আত্মিক, মতাদর্শিক।

ফিদেল ম্যারাডোনাকে বলতেন, ‘প্রিয় বন্ধু’। যার জন্য তার দ্বার ছিল অবারিত। ম্যারাডোনা ফিদেলের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ছিলেন স্পষ্ট সমর্থক। কি আশ্চর্য! মিল থাকল চিরবিদায়েও। ২৫ নভেম্বর ছিল ফিদেলের মৃত্যুর দিন। আর ‘প্রিয় বন্ধু’র এই মৃত্যুদিনেই চিরবিদায় নিলেন ফুটবলের চে গুয়েভারা দিয়াগো ম্যারাডোনা।

২০১৬ সালের ২৫ নভেম্বর ৯০ বছর বয়েসে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ফিদেল। দীর্ঘজীবন পাওয়া ফিদেলের জন্য সেদিন অশ্রু ঝরেছিল ম্যারাডোনার। প্রতিক্রিয়ায় ‘ফুটবল ঈশ্বর’ বলেছিলেন, “আমার বাবার মৃত্যুর দিন যে কষ্ট পেয়েছিলাম, সেই শোক, সেই দুঃখ যেন আজ আমাকে আবার আঁকড়ে ধরল।”

ফুটবলের জাদুকর ম্যারাডোনা দীর্ঘজীবন পেলেন না। তার মৃত্যু হল ৬০ বছর বয়েসেই। মাদকের গ্রাসের কারণে অনেকবারই নিরাময় কেন্দ্রে কাটাতে হয়েছে তাকে। ফিদেলের দেশ কিউবাতেও নিয়েছেন অনেক চিকিৎসা। তার দীর্ঘজীবন নিয়ে শঙ্কা তাই বরাবরই ছিল। ফিদেলের বিদায়ের দিন তিনি কেঁদেছিলেন। আজ তার বিদায়বেলায় ফিদেল এসব কিছুর ঊর্ধ্বে। হয়ত সেই ‘উর্ধ্বপানে’ তাদের ফের দেখা হচ্ছে বলে বিশ্বাসীদের মনে দিচ্ছে দোলাচল।

ফিদেলের কাছে ম্যারাডোনাকে বারবার যেতে দেখা গেছে। যে বা পা দিয়ে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলেন গোটা দুনিয়া। সেই পায়েই ম্যারাডোনা খোদাই করেছিলেন ফিদেলের ট্যাটু। আর হাতে করেছিলেন আর্নেস্টো চে গুয়েভারার ট্যাটু।

বাণিজ্যিক দাপটে খেলাধুলার জগতও এখন একটা ঘেরাটোপের মধ্যে চলে। দুনিয়া কাঁপানো ক্রীড়া সেলিব্রেটিরা সেকারণেই কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে মত জানাতে থাকেন আড়ষ্ট। তাদের চলতে হয় কতগুলো নিয়মের মধ্যে। ম্যারাডোনা এসব তোয়াক্কা করতেন না। বাণিজ্যিক মোড়লদের চোখ রাঙানি এড়িয়ে ফিদেলের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনেকবারই প্রচার করতে দেখা গেছে তাকে। ভুল হোক, ঠিক হোক ম্যারাডোনা তার চিন্তার জায়গায় ছিলেন স্পষ্টবাদী। রাখঢাক করতে দেখা যায়নি তাকে।

স্কিলের মুন্সিয়ানায় বিশ্বের সবচেয়ে রোমাঞ্চ ছড়ানো একজন ক্রীড়াবিদ তিনি। তবে ক্রীড়াবিদের পরিচয়ের গন্ডির বাইরে গিয়ে খেয়ালি, পরোয়া না করা চরিত্রের কারণে আলাদা হয়ে থাকবেন দিয়াগো। ফিদেলের চোখে, ‘ফুটবলের চে গুয়েভারা তিনি।’

ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে ম্যারাডোনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন: প্রধানমন্ত্রী

ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার রাতে পাঠানো এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং যুগে যুগে তার ক্রীড়া নৈপুণ্য ভবিষ্যৎ ফুটবল খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রী এই ফুটবল মহানায়কের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

না ফেরার দেশে ম্যারাডোনা

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা আর নেই। আজ (বুধবার) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুধবার নিজ বাসায় মারা যান তিনি। খবরটি নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ

ছিলেন ৮৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী এ কিংবদন্তি।

মৃত্যুকালে ম্যারাডোনার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। গত মাসে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছিলেন ম্যারাডোনা। বুয়েনস এইরেসের হাসপাতালে তার মস্তিষ্কে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত অপসারণ করা হয়েছিল। তখন মাদকাসক্তি নিয়ে ভীষণ সমস্যায় ভুগেছেন ম্যারাডোনা। বিস্তারিত আসছে …

দুর্নীতির দায়ে নিষিদ্ধ হলেন আফ্রিকান ফুটবল প্রধান

দুর্নীতির দায়ে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের (সিএএফ) সভাপতি আহমদ আহমদকে পাঁচ বছরের জন্য সব ধরনের ফুটবল কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ করেছে ফিফা।

সোমবার ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এই খবর নিশ্চিত করেছে। স্বাধীন এথিক্স কমিটির তদন্ত শেষে এই শাস্তি দিয়েছে ফিফা। আহমদের দায়িত্ব পালনকালে মিশরের কায়রোতে অবস্থিত সিএএফের সদর দপ্তরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

মেয়েদের বিশ্বকাপের ঠিক আগে প্যারিসে ফরাসি কর্তৃপক্ষ আহমদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন একটি কোম্পানির সঙ্গে সিএএফের সরঞ্জাম লেনদেনের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

শাস্তির রায় দিয়ে এক বিবৃতিতে ফিফা জানিয়েছে, ‘বিভিন্ন সময়ে উপহার ও অন্য সুবিধা দেওয়া-নেওয়া এবং তহবিলের অপব্যবহারে আহমদের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেয়েছে এথিক্স কমিটি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোনও ধরনের ফুটবল কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আহমদকে। একই সঙ্গে ৬০ বছর বয়সী এই কর্মকর্তাকে ২ লাখ সুইস ফ্রাঁ জরিমানাও গুনতে হবে।